পলিসি ব্রিফ
২৩ / ২০১৪
প্রথম প্রকাশ: ২০১৪
হালনাগাদকৃত: ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: টিআইবির সুপারিশ

দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে পত্র-পত্রিকাসহ গণমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অভাব ছিলো। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ৩০ জুন, ২০১৪ সালে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়।[১] গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে টিআইবি একটি সুপারিশমালা প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার; অননুমোদিত প্রোগ্রাম/কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশ; সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ; দীর্ঘসূত্রতা নিরসনে সব মামলা একই বেঞ্চে আনার উদ্যোগ; অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ বছর অতিক্রান্ত সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ; যেসকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেনি তাদের নতুন করে কোনো বিভাগ, প্রোগ্রাম, কোর্স অনুমোদন প্রদান না করার নির্দেশ; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অডিটের জন্য একই ফর্ম ব্যবহারের নির্দেশনা; বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সুপারিশকৃত তিনটি অডিট ফার্মের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক বাছাইকৃত একটিফার্ম দ্বারা অডিটেরনিয়ম প্রচলন; শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন; ইউজিসির ৪টি কমিটি সক্রিয় থাকা এবং আকস্মিক পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া; ঢাকা শহরের মধ্যে নিজস্ব জমি না থাকলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনে অনুৎসাহের নীতি; এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ, এবং সংসদের স্থায়ী কমিটির কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়ম-দুর্নীতির ওপর প্রতিবেদন পেশ ইত্যাদি। তবে এসকল ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যলয়গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদ্যমান সুশাসশনের চ্যালেঞ্জ ও অন্যান্য সমস্যার প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই খাতের মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায় সংক্রান্ত সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে সরকারের সুষ্ঠ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি না করা, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা, তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবলের অভাব, ইউজিসিকে অধিকতর ক্ষমতায়িত না করা বা পৃথক একটি কমিশন গঠন না করা, এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়াটি বিগত আট বছরেও সম্পন্ন না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা না করা, সাময়িক অনুমতি নিয়ে ও বার বার নবায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা, টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান, সংবিধি তৈরী না করা বা করলেও অনুসরণ না করা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ট্রাস্ট্রি বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, একাধিক বোর্ড গঠনসহ ট্রাস্টি বোর্ডে দ্বন্দ্ব, কাগজে কলমে শিক্ষকের কোটা পূরণ দেখালেও বাস্তবে শিক্ষকের উপস্থিতি না থাকা, খন্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা, বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কাঠামো না থাকা উল্লেখযোগ্য।

তদারকির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, আইন লঙ্ঘন করে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও শাস্তি প্রদান না করে বার বার আলটিমেটাম দেয়া, নিজস্ব জমিতে না গেলেও ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, ও স্থায়ী সনদের জন্য চাপ প্রদান না করা। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ লেনদেন ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতিরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় পরিদর্শন শেষে ইউজিসি কর্তৃক শুধু সুপারিশ করা ছাড়া কার্যকরি ভূমিকা রাখতে না পারা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজে সমন্বয়হীনতা এবং ইউজিসির সুপারিশ মন্ত্রণালয় আমলে না আনার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[১] http://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/4307-private-university-governance-challenges-and-way-forward-full-report-bangla

সুপারিশসমূহ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসনগত উন্নয়নে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য

১. অবিলম্বে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বাণিজ্যসহ সবধরণের অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ।

৪. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একচ্ছত্র ক্ষমতার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করে শুধুমাত্র নীতি-নির্ধারণী ও সার্বিক দিক নির্দেশনার ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় দায়িত্ব কার্যকরভাবে সিন্ডিকেট, উপাচার্য ও প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হয়।

৫. প্রয়োজনে আইনি সংস্কারের মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজে ইউজিসি, সরকার এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং আইনে উল্লেখিত সিন্ডিকেটে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ মনোনীত তিন জন সদস্যের পরিবর্তে এক জন সদস্য মনোনয়নের বিধান রাখতে হবে।

৬. আইনানুযায়ী ইউজিসি কর্তৃক নিয়মিত বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বিশেষ করে সিন্ডিকেটের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, সৃষ্ট পদের দায়িত্ব-কর্তব্য, চাকুরির শর্তাবলী ও বেতনক্রম, শিক্ষার্থী ফি নির্ধারণ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী-অভিভাবক, এলামনাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বৎসরে অন্ততঃ একবার মতবিনিময় সভার আয়োজন করার বিষয়টি নিয়মিত পরীবিক্ষণ করতে হবে।

৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বাণিজ্যিক খাত নয়, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার বাস্তব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে অনুমোদন দিতে হবে।

৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যে কমিটি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত রিভিউ এবং নিশ্চিত করবেন।

৯. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ প্রদানের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষককে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা কার্যক্রম গতিশীলকরণে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. ইউজিসিরি নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এর জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে ইউজিসির এখতিয়ার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে দুর্নীতির ঝুঁকি নিরসনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সংমিশ্রণে নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য

১৩. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজতর এবং তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

১৫. অডিট প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকাশের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ সাপেক্ষে উন্মুক্ত ও প্রবেশযোগ্য করতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তথ্যকর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৬. খন্ডকালীন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে আইনানুযায়ী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৭. অর্জিত মুনাফাসহ সকল তহবিলের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সকল তহবিল ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইউজিসিতে নিয়মিত প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির কাঠামো প্রস্তুত ও প্রয়োগ করতে হবে। ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ সমন্বিত বেতন ও ফি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার অংশীজনের যেমন নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, অভিভাবক ইত্যাদির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh